বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

৩৭/এ, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা
উন্নয়ন শাখা
প্রশাসন অনুবিভাগ
www.idra.org.bd

সচিবের দপ্তর
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
ডায়েরী নং ৭৫২ তাং ২০/১০/১৯
অতি:/যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
অতি:/যুগ্মসচিব (কর্মসংস্থান, শ্রম ও কল্যাণ)
অতি:/যুগ্মসচিব (অভিবাসী কল্যাণ)
অতি:/যুগ্মসচিব (দপ্তর সংস্থার প্রশাসন)
অতি:/যুগ্মসচিব (উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ)
অতি:/যুগ্মসচিব (গবেষণা, আইন ও নীতি)
একান্ত সচিব/ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
সচিব

স্মারক নং: ৫৩.০৩.০০০০.০১৭.২২.০০১.১৮.২৩৮ তারিখ: ১৪ অক্টোবর ২০১৯

বিষয়ঃ প্রবাসী কর্মীদেরকে বীমার আওতায় আনয়নের জন্য প্রবাসী কর্মী বীমা নীতিমালা জারি প্রসঙ্গে।

সূত্র: ৪৯.০০.০০০০.০২৪.০০.০৪৪.১৬.৮৭৬ তারিখ: ০৯ অক্টোবর ২০১৯।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, প্রবাসী কর্মী বীমা নীতিমালাটিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করত: "প্রবাসী কর্মী বীমা নীতিমালাটি" আনুষ্ঠানিকভাবে জারি করা হল।

২। এক্ষেত্রে, উক্ত নীতিমালাটি অনুসরণ করে প্রবাসী কর্মীদেরকে বীমা সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে।

সংযুক্তিঃ প্রবাসী কর্মী বীমা নীতিমালা- ৪ ফর্দ।

অতিরিক্ত সচিব (অভিবাসী কল্যাণ অনুবিভাগ) এর দপ্তর
ডাইরী নং ২২৮৭
তারিখ ২৩/১০/১৯
যুগ্মসচিব/উপসচিব (মিশন অধিশাখা)
যুগ্মসচিব/উপসচিব (কল্যাণ অধিশাখা)
উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (মিশন/কল্যাণ)

১৪/১০/২০১৯
(মোঃ শাহ্ আলম)
পরিচালক (উপ সচিব)

সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড
ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা -১০০০।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণঃ

১. সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জীবন বীমা কর্পোরেশন;
৩. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় (মন্ত্রী মহোদয়ের গোচরে আনার জন্য অনুরোধ করা হলো);
৪. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (মন্ত্রী মহোদয়ের গোচরে আনার জন্য অনুরোধ করা হলো);
৫. চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, আইডিআরএ;
৬. সংশ্লিষ্ট অফিস কপি।

প্রবাসী কর্মী বীমা নীতিমালা

১. ভূমিকাঃ

প্রবাসী কর্মীদের বীমা সেবার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের বীমা সুবিধার প্রয়োজনীয়তা, কর্মীদের আর্থিক সক্ষমতা, কর্মকালীন সময়ে সম্ভাব্য ঝুঁকিসহ অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয় বিবেচনায় নিয়ে বিদেশগামী কর্মীদের বীমার আওতায় আনয়নের জন্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো যা নিম্নরূপঃ

২. বীমার প্রকারভেদঃ

এই নীতিমালার আওতায় প্রবাসী কর্মীদেরকে জীবন বীমা সুবিধা প্রদান করা হবে।

৩. জীবন বীমাঃ

৩.১ মৃত্যুর ক্ষেত্রে বীমা সুবিধাঃ

প্রিমিয়াম হার ও বীমা অংক বীমাগ্রহীতাদের বয়সভেদে পার্থক্য হয়ে থাকে তবে প্রবাসী কর্মীদেরকে একটি গ্রুপ হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে বীমা পরিকল্পটি সহজীকরণের লক্ষ্যে বীমা গ্রহীতাদের বয়স নির্বিশেষে অভিন্ন প্রিমিয়াম হার আরোপ করা হবে। বিদেশগামী কর্মীদের প্রয়োজনীয়তা ও আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনায় নিয়ে ৫০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা ও ২০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা বীমা অংকের দুটি বীমা পরিকল্প ডিজাইন করা হয়েছে। বীমা চলাকালীন সময়ে যে কোন কারণে বীমাগ্রাহক মৃত্যুবরণ করলে বীমাকারী ও ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সাথে চুক্তিতে উল্লিখিত বীমাগ্রহীতার বৈধ উত্তরাধিকারীকে বীমা অংকের ১০০% পরিশোধ করা হবে।

৩.২ অঙ্গহানির ক্ষেত্রে বীমা সুবিধাঃ

পি.ডি.এ.বি (Permanent Disability Accidental Benefit) এর আওতায় দুর্ঘটনায় আঘাতের ফলে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে মৃত্যুসহ অন্যান্য ক্ষতি হলে নির্ধারিত বীমা অংক প্রদান করা হয়। বর্তমানে বীমাকারীগণ পি.ডি.এ.বি. এর আওতায় ঝুঁকিভেদে মূল বীমা অংকের অংশ বিশেষ প্রদান করে থাকে। বীমাকারীগণ প্রতি হাজার মূল বীমা অংকের জন্য ৩.৫০ (তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা) প্রিমিয়াম প্রাপ্তি সাপেক্ষে ঝুঁকি গ্রহণ করে থাকে অর্থাৎ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা মূল বীমা অংকের জন্য শুধুমাত্র দুর্ঘটনাজনিত বীমার ক্ষেত্রে দুই বছর মেয়াদে মোট প্রিমিয়ামের পরিমাণ দাঁড়াবে, ৯০ দিনের বিধিনিষেধ থাকা সাপেক্ষে, ৩৫০০ (তিন হাজার পাঁচশত) টাকা। এক্ষেত্রে প্রবাসী কর্মীদের উপর যাতে আর্থিক চাপ সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে অঙ্গহানির ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয়ে নিম্নোক্তভাবে বীমা সুবিধা প্রদান করার সুপারিশ করা হলঃ

৩.৩ দুর্ঘটনাজনিত স্থায়ী ও সম্পূর্ণ অক্ষমতা বা পঙ্গুত্ব (টি পি ডি)ঃ

১. উভয় চোখের দৃষ্টি শক্তি নষ্ট হলে বীমা অংকের ১০০% পরিশোধ করা হবে;
২. কব্জির উপর থেকে উভয় হাত কাটা/খোয়া গেলে বীমা অংকের ১০০% পরিশোধ করা হবে;
৩. গোড়ালির উপর থেকে উভয় পা কাটা/খোয়া গেলে বীমা অংকের ১০০% পরিশোধ করা হবে;
৪. কব্জির উপর থেকে একহাত এবং গোড়ালির উপর থেকে এক পা কাটা/খোয়া গেলে বীমা অংকের ১০০% পরিশোধ করা হবে;
৫. এক চোখের এবং কব্জির উপর থেকে এক হাত নষ্ট/কাটা/খোয়া গেলে বীমা অংকের ১০০% পরিশোধ করা হবে;
৬. এক চোখের এবং গোড়ালির উপর থেকে এক পা নষ্ট/কাটা/খোয়া গেলে বীমা অংকের ১০০% পরিশোধ করা হবে।

৩.৪ দুর্ঘটনাজনিত স্থায়ী ও আংশিক অক্ষমতা (পিপিডি)ঃ

১. একচোখের দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে গেলে বীমা অংকের ৫০% পরিশোধ করা হবে;
২. কব্জির উপর হতে একহাত কাটা বা খোয়া গেলে বীমা অংকের ৫০% পরিশোধ করা হবে;
৩. গোড়ালির উপর থেকে এক পা সম্পূর্ণ কাটা বা খোয়া গেলে বীমা অংকের ৫০% পরিশোধ করা হবে;
৪. উরুসন্ধি হতে (Lower limb) হাঁটুর নিচ পর্যন্ত (Below Knee) সম্পূর্ণ কাটা বা খোয়া গেলে বীমা অংকের ২৫% পরিশোধ করা হবে;
৫. এক পা কাটা বা খোয়া গেলে বীমা অংকের ২৫% পরিশোধ করা হবে;
৬. নিচের চোয়াল সরে গেলে বীমা অংকের ২৫% পরিশোধ করা হবে;
৭. বৃদ্ধাঙ্গুলি সহ হাতের চার আঙ্গুল সম্পূর্ণরূপে কাটা গেলে বীমা অংকের ২৫% পরিশোধ করা হবে;
৮. হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি সম্পূর্ণরূপে কাটা বা খোয়া গেলে বীমা অংকের ১৫% পরিশোধ করা হবে;
৯. পায়ের সকল আঙ্গুল কাটা বা খোয়া গেলে বীমা অংকের ১৫% পরিশোধ করা হবে;
১০. তর্জনী আঙ্গুল সম্পূর্ণরূপে কাটা বা খোয়া গেলে বীমা অংকের ১৫% পরিশোধ করা হবে;
১১. মাঝের আঙ্গুল সম্পূর্ণরূপে কাটা বা খোয়া গেলে বীমা অংকের ১৫% পরিশোধ করা হবে;
১২. অনামিকা আঙ্গুল সম্পূর্ণরূপে কাটা বা খোয়া গেলে বীমা অংকের ১০% পরিশোধ করা হবে;
১৩. ছোট আঙ্গুল সম্পূর্ণরূপে কাটা বা খোয়া গেলে বীমা অংকের ১০% পরিশোধ করা হবে;
১৪. পায়ের বড় আঙ্গুল ছাড়া যে কোন একটি কাটা বা খোয়া গেলে বীমা অংকের ১০% পরিশোধ করা হবে;
১৫. পায়ের বড় আঙ্গুলসহ চার আঙ্গুল সম্পূর্ণরূপে কাটা বা খোয়া গেলে বীমা অংকের ১০% হবে পরিশোধ করা হবে;
১৬. পায়ের বড় আঙ্গুল সম্পূর্ণরূপে কাটা বা খোয়া গেলে বীমা অংকের ১০% পরিশোধ করা হবে।

৩.৫ অনুচেছদ ৩ এর উপ-অনুচ্ছেদ ৩.৩, ৩.৪ এ যাহাই থাকুক না কেন বীমা মেয়াদের মধ্যে কোন কর্মী আহত হলে এবং পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করলে তাকে মূল বীমা অংকের ১০০% পরিশোধ করা হবে। তবে, বীমাগ্রহীতা দুর্ঘটনাজনিত স্থায়ী, সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক অক্ষমতার জন্য কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ পেয়ে থাকলে সেই পরিমাণ অর্থ বাদ দিতে হবে।

৩.৬ Exclusion clause: নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বীমাগ্রহীতা কোন বীমা অংকের অর্থ পাবে না।যথাঃ

i. Suicide or self-harm within 12 months of the commencement of cover.
ii. Sickness or death directly attributable to AIDS/HIV related disease.
iii. Death due to high risk gaming or adventurous activities (like-motor racing, professional boxing, scuba diving, hand gliding, parachuting, horse racing, mountaineering, etc.).
iv. Pre-existing conditions prior to commencement of membership.
v. Death due to abuse of alcohol or drugs, war, or riot, or civil commotion/acts of terror.
vi. Death penalty imposed by law due to committing serious crime.

৪. বীমা গ্রাহকের বয়স ও বীমার মেয়াদঃ

ক) বীমাগ্রহীতার বয়স ১৮-৫৮ বছর পর্যন্ত।

খ) বীমার মেয়াদ ২ (দুই) বছর। তবে ২ (দুই) বছর বিদেশে অবস্থানকালে নিজ অর্থায়নে আরো ২ (দুই) বছরের জন্য নবায়ন করা যেতে পারে।

৫. পরিকল্প তৈরীঃ

জীবন বীমা সুবিধা প্রদানের উপ-অনুচেছদ ৩.১, ৩.২, ৩.৩, ৩.৪, ৩.৫, ৩.৬ ও অনুচেছদ ৪ এ উল্লিখিত শর্তাদি বিবেচনায় নিয়ে একচ্যুয়ারির মাধ্যমে দুটি জীবন বীমা পরিকল্প তৈরী করা হয়েছে যার প্রিমিয়াম হার ও সুবিধা নিম্নরূপঃ

বিকল্পসমূহ	বীমা অংক (টাকায়)	প্রিমিয়ামের পরিমাণ
পরিকল্প-১	২,০০,০০০	৯৯০ টাকা
পরিকল্প-২	৫,০০,০০০	২৪৭৫ টাকা

৫.১ সকল বিদেশগামী কর্মীর জন্য পরিকল্প-১ বাধ্যতামূলক এবং পরিকল্প-২ ঐচ্ছিক বলে বিবেচিত হবে।

৫.২ পরিকল্প-০১ ও পরিকল্প-০২ এ প্রিমিয়ামের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন কর্মী প্রতি ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তহবিল হতে সর্বোচ্চ ৫০০(পাঁচ শত) টাকা প্রদান করা হবে এবং অবশিষ্ট অর্থ কর্মী নিজে বহন করবে।

৫.৩ প্রবাসীদের জন্য জীবন বীমা সুবিধা চালুর পর প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে প্রিমিয়াম হার ও সুবিধাদিতে পরিবর্তন আনয়নের বিষয়টি যৌক্তিক হলে প্রিমিয়াম হার ও সুবিধাদিতে পরিবর্তন আনা হবে।

৬. বিবিধঃ

১. অনুচ্ছেদ ৩ এর উপ-অনুচ্ছেদ ৩.১, ৩.২, ৩.৩, ৩.৪ ও ৩.৫ এ বর্ণিত বীমা সুবিধাসমূহ ও Exclusion clause বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্প-১ ও পরিকল্প-২ প্রণয়ন করা হয়েছে।

২. প্রবাসীদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে বীমা ব্যবস্থা চালুর প্রথম ০১ (এক) বছরের জন্য জীবন বীমা কর্পোরেশন বীমা সেবা প্রদানের দায়িত্ব পালন করবে। বীমা পরিকল্পটি চালু হওয়ার পর জীবন বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এ ব্যবস্থার সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করা হবে এবং ০৯ (নয়) মাস পর বীমা গ্রহীতার সংখ্যা, বীমা অংক, বীমা দাবির সংখ্যা, বীমা দাবির নিষ্পত্তির সংখ্যাসহ পুরো ব্যবস্থার কার্যকারিতা প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক পর্যালোচনা করা হবে এবং বীমা পরিকল্পটি সকল যোগ্য বীমা প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্মুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। এছাড়াও, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ধার্যকৃত বীমা প্রিমিয়ামের অংকও পুনর্বিবেচনা করা হবে।

৩. এই পরিকল্পের জন্য বীমাকারী একটি আলাদা তহবিল তৈরী করবে এবং প্রতিবছর একচ্যুয়ারিয়াল ভ্যালুয়েশনের মাধ্যমে লাভ-লোকসান নির্ধারণ করা হবে।

৪. প্রণীত নীতিমালার আলোকে প্রবাসী কর্মীদের জন্য বীমা সেবা চালু এবং পরবর্তীতে যথাযথ উপায়ে চলমান রাখার জন্য Implementation, Monitoring and Evaluation নামে একটি কমিটি গঠন করতে হবে।

৫. বীমা গ্রাহকদের দাবি পেশ এবং বীমা দাবি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে বীমাকারীর (Insurer) সাথে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী বীমা দাবি নিষ্পত্তি করা হবে।

৬. পরিকল্পটি বাজারজাতরণের ০১ (এক) বছর পর প্রিমিয়াম হার, সুবিধাদি ও আনুসঙ্গিক বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা হবে এবং তদপ্রেক্ষিতে পরিকল্পটি প্রয়োজন বোধে পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন করা হবে।

৭. প্রাথমিক অবস্থায় বিদেশগামী বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য বীমা পরিকল্পটি প্রযোজ্য হবে।পরবর্তীতে বিদেশে কর্মরত সকল বাংলাদেশিদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৮. দাবি নিষ্পত্তিসহ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের উপর বীমাকারী (Insurer) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ডাটাবেজ তৈরী করবে।

(গকুল চাঁদ দাস)
সদস্য
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ